বার্গম্যান ও ফাদার ইয়াং যথা সময়ে উপস্থিত হলেন জনসমাজে। তারপর ফাদার বার্গম্যান উপস্থিত খ্রীষ্ট ভক্তদেরকে ফাদার ইয়াংকে পরিচয় করিয়ে দেন এবং বলেন আপনারা ফাদার ইয়াং যা বলেন তাহা ভাল ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিবেন।

তারপর ফাদার ইয়াং সবাইকে স্বাগত জানিয়ে মঠবাড়ী ধর্মপল্লীবাসীর আর্থিক উন্নয়ন কিভাবে করা যায় তার উপর বক্তব্য রাখেন। আর তার মূল কথা হইল, সকলের তরে সকলে মোরা প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। আর তাহা হইল সমবায়। তিনি বলেন, আপনারা সমবায় সমিতি সদস্য/সদস্যা হইবেন। তাদের প্রতি মাসে জমা কম পক্ষে আট আনা। আর এই সমিতি হইতে পরবর্তীতে যাহারা ঋণ গ্রহণ করিবেন তাদের ১০০.০০ টাকার ঋণের জন্য মাসে ১.০০ টাকা সুদ ১০.০০ টাকা ঋণ ফেরত জমা কম পক্ষে আট আনা মোট ১১.০০ টাকা আট আনা। পরবর্তী মাসে সুদ দুই আনা দুই পয়সা কম দিতে হইবে। এই ভাবে ১০ মাসে আপনারা ১০০.০০ টাকা ঋণ পরিশোধ হইবে। এভাবে আপনার পরিবারের আর্থিক উন্নয়ন সম্ভব হইবে এবং পরবর্তীতে আপনার ২০০-১০০০.০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়া হইবে। যদি আপনার জমার পরিমান বেশী ও ঋণ পরিশোধের নিয়ম মেনে চলেন। আপনার জমার চেয়ে বেশী ঋণ গ্রহণ করিলে ঋণের পরিমাণ অন্য সদস্য/সদস্যাদের কাছ থেকে ঋণ আবেদন পত্রে জামিন হইবে। আর এই সমিতি পরিচালনার জন্য (১) বোর্ড অফ ডিরেক্টর (২) ক্রেডিট কমিটি (৩) সুপারভাইজার কমিটি এর সমন্বয়ে সমিতি পরিচালিত হইবে। এই পরিচালনার কমিটি কেহই কোন ভাতা নিতে পারিবেন না। সেবামূলক কাজ। জমা ও ঋণ প্রদানের পর যে টাকা হাতে থাকিবে তাহা পাল পুরোহিতের কাছে জমা দিতে হইবে। আর অন্যান্য সকল ভালভাবে বুঝিয়ে দেন। আর এই উপকারিতার উদাহরণ হিসাবে ঢাকা ক্রেডিট ইউনিয়নকে উপস্থাপন করেন এবং সেই ক্রেডিটের একটি সংবিধান মিঃ আগষ্টিন ছেড়াও (মাষ্টার)-এর কাছে হস্তান্তর করেন। আর বলেন আপনারা যদি .... গঠন করিতে চান, তবে আমি আগামী ২রা জুন ১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে আবার মঠবাড়ী আসিব। তখন বেশী সংখ্যক লোক ফাদারের কথায় রায় দেন। তখন ফাদার খুশী হইয়া বলেন ঐদিন টাকা গ্রহণ রশীদ বই, পাশ বই, কালেকশন সীট ও আরো প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়া আসিবো। তবে যাহারা সদস্য/সদস্যা হইবেন তাদের কমপক্ষে প্রতিজন ৭.০০ টাকা করিয়া আনিতে হইবে। এরপর সবাই ফাদার কে ধন্যবাদ জানিয়ে সভা সমাপ্ত করা হয়।

তারপর ১লা জুন ১৯৬২ শনিবার বিকালে পূর্বের কথামত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র নিয়া মঠবাড়ী ধর্মপল্লীতে আসেন। আর ২রা জুন ১৯৬২ রবিবার প্রথম মিসার ফাদার ইয়াং বলেন আপনাদের কথা মত আমি আসিয়াছি। সুতরাং মিসার পর আপনারা সকলে স্কুল যাবেন। আর সেই দিন উপস্থিত ছিলেন নগরী হইতে আগত মিঃ ভিনমেন্ট রড্রিকস। মিসার পর বহুলোক হাজির স্কুল ঘরে। আর ফাদার বার্গম্যান ও ফাদার ইয়াং উপস্থিত হন কাগজপত্রাদি নিয়া সবাইকে স্বাগত জানিয়ে ঈশ্বরের মহাত্ম কামনায় সভার কাজ আরম্ভ করা হয়। এই সভায় সমিতি পরিচালনার উপর আবারো বক্তব্য রাখেন ইয়াং ওমি ভিনমেন্ট রড্রিকস ও সভার সভাপতি আগষ্টিন ছেড়াও। অবশেষে সমিতির সদস্য/সদস্যা পর্ব। এই সদস্য/সদস্যা পর্বের রশীদ ও পাশ বই লেখেন মিঃ আলফ্রেড রোজারিও (মাষ্টার)। আর এই সভার সর্বমোট সদস্য/সদস্যা ৫২ জন মোট টাকা ৪৮০.০০ টাকা। এই সমিতির ১নং সদস্য মিঃ আলফ্রেড রোজারিও ২নং সদস্যা মিঃ আগষ্টিন ছেড়াও সবার সম্মতিক্রমে নাম রাখা হয় "মঠবাড়ী খৃষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি"। আর সেই মুহূর্তে সমিতির অগ্রযাতা শুরু হয়। আর ইহা ছিল তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের দ্বিতীয় খৃষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি। দ্বিতীয় ..... পর ফাদার বার্গম্যান সভায় যোগদান করেন। সমিতি অগ্রযাত্রা দেখে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ ও নতুন সদস্যদের ও অবশেষে মিসার ফাদার ইয়াংকে ধন্যবাদ জানান।

অতঃপর মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় ঋণদান সমিতি পরিচালনার জন্য পূর্বে ফাদার ইয়াং উপস্থিত সকলকে তাহা বিষদভাবে বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং এই সংগৃহীত অর্থ ও পরবর্তীতে আরো টাকা জমা হইবে। তাহা সদস্য/সদস্যাদের মধ্যে ঋণ বিতরণ ও হিসাব নিকাশ দেখার জন্য যথাক্রমে (১) বোর্ড অফ ডিরেক্টর (২) ক্রেডিট কমিটি ও (৩) সুপার ভাইজার কমিটি গঠনের উপর ফাদার ইয়াং পুনরায় গুরুত্ব আরোপ ও বক্তব্য রাখেন। এর সাথে মিঃ ভিনমেন্ট রড্রিকস সহায়তা দান করেন। অবশেষে নবগঠিত মঠবাড়ী খ্রীষ্টান সমবায় সমিতির উপস্থিত সদস্য/সদস্যাদের প্রস্তাব ও সমর্থনে আগামী ১ বছরের জন্য ৩টি কমিটির মোট ১৫ জন কর্মকর্তা মনোনীত করা হয়। তবে সদস্য/সদস্যাদের জমাকৃত টাকার হিসাব নিকাশ মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিতের নিকট বুঝাইয়া দিতে পরিচালনা পরিষদ বাধ্য থাকিবেন।